তারিখ ..11 NOV. 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ....৬....

প্রথম আলো

মাদ্রাসা বোর্ডে কিশোর নির্যাতন

হাসপাতালেও ছেলেটি পাহারায়, তদন্তের নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীর পিটুনিতে পা ভাঙা কিশোর বিপ্লব সরদার এখনো রাজধানীর ট্রমা সেন্টার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে সেখানে ওই কর্মচারীর লোকজন ছেলেটিকে পাহারা দিয়ে রেখেছেন।

অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই ঘটনা তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) রোকসানা মালেককে নির্দেশ দিয়েছেন। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, তাদের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ওই কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৪ বছরের কিশোর বিপ্লব মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে খাতা বাঁধাইয়ের কাজ করত। গত শুক্রবার বিনা কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শন শাখার উচ্চমান সহকারী ও কর্মচারীদের সংগঠন সিবিএর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মহিউদ্দিন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙে দেন।

বিপ্লব এখন ট্রমা সেন্টারের ছয়তলার ৪ নম্বর বিছানায় আছে। গতকাল দুপুরে ওই হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, তার পাশেই বসে আছেন লিটন নামে এক লোক। লিটন নিজেকে বিপ্লবের খালাতো ভাই বলে পরিচয় দেন। বিপ্লবকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন লিটন।

সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এ বিষয়ে লিটনের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি বিপ্লবের খালাতো ভাই'। আপনার বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাগেরহাট'। বিপ্লবের বাড়ি তো মানিকগঞ্জে। কীভাবে খালাতো ভাই হলেন জানতে চাইলে লিটন বলেন, 'বিপ্লবের মা আমার মায়ের খালাতো বোন'। আপনি তো মহিউদ্দিনের শ্যালক? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি ফোন কেটে দেন।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছায়েফ উল্লাহ গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হাসপাতালে চান মিয়া নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোক থাকার কথা। কিন্তু আমিও জেনেছি, লিটন নামে একজন সেখানে আছেন। যেহেতু ঘটনাটি তদন্তাধীন, আমি মহিউদ্দিনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না। তাঁকে আমার কক্ষেও আসতে দিইনি। তবে সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমানকে বলেছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিটন নামের ওই ছেলে যেন হাসপাতাল থেকে চলে যায়।'